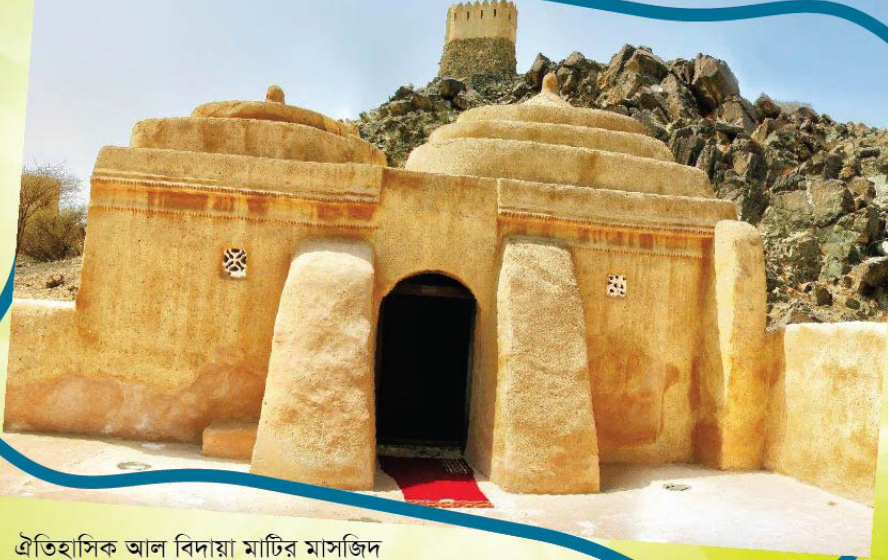


সাপ্তাহিক ২১ জানুয়ারি- ২০১৯ সোমবার
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আঙ্গায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ২৩-২৪



ঐতিহাসিক আল বিদায়া মাটির মাসজিদ
আরব আমিরাত

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরাযশী (রহ)

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জন্মদায়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ২৩-২৪ সংখ্যা ॥ সোমবার
১৪ জমা: আউ:- ১৪৪০ হিজরী
০৮ মাঘ- ১৪২৫ বাংলা
২১ জানুয়ারি- ২০১৯ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক

শাইখ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক

মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপনায়

আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী

প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

মো: রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]

প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম

অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহূহাব লাবীব

প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬

সহকারী সম্পাদক : ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭

ব্যবস্থাপক : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০

বিপণন : ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯

অভিযোগ/পরামর্শ : ০২৭৯৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

E-mail : weeklyarafat@gmail.com

: jamiyat1946.bd@gmail.com

Website : www.jamiyat.org.bd

Phone : 02-7542434

Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببغداد، شارع نواب فور،
داكا- ১১০০ হাটফ: ০২৭০১২৬৩৬, الجوال: ০১৭১৩৩২৮২৭৮
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القرشي رحمه الله، الرئيس
المؤسس لمجلس الإدارة: الفقيه العلامة الدكتور محمد عبد الباري رحمه
الله، الرئيس الحالي لمجلس الإدارة: بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس
التحرير: الأستاذ الدكتور محمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা “বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস” সম্বন্ধী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাণ্ডলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষাণ্মাসিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাণ্ডলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস. ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

“সাঙ্গাহিক আরাফাত”-এর সকল স্তরের এজেন্ট, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানানো যাচ্ছে যে, “সাঙ্গাহিক আরাফাত” সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার আর্থিক লেনদেন-

“দি উইকলি আরাফাত”

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি:

বংশাল শাখা (সম্বন্ধী হি: নং- ৪০০৯১৩১০০০০১৪৩৯)
অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে। অথবা “সাঙ্গাহিক আরাফাত” অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে বিকাশ করা যাবে-
বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

-সম্পাদক

বি. ড্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাঙ্গাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

- ☞ আল কুরআনুল হাকীম :
 - দুনিয়ার সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, চূড়ান্ত সাফল্য মুত্তাক্বিদের জন্য
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ০৩
- ☞ হাদীসুর রাসূল :
 - পৃথিবীতে ব্যক্তি এবং সমাজের উপর পাপের প্রতিক্রিয়া
শাইখ মুহাম্মাদ আবদুশ্ শাকুর- ০৮
- ☞ সম্পাদকীয়- ১২
- ☞ প্রবন্ধ :
 - ইসলাম সত্য দীন
মো: সোলায়মান হাফিজ উদ্দিন- ১৪
 - সরকার-জনগণ সুসম্পর্কে : পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য
মো: আব্দুর রউফ বিন মো: আইয়ুব আলী- ১৭
 - কবরের ফিতনা থেকে মুক্ত যারা
আবু তাসনীম- ২৩
- ☞ সমাজচিন্তা :
 - যুব সমাজের বিচ্যুতি : কারণ ও প্রতিকার
মূল : প্রফেসর ড. সুলাইমান আর রুহাইলী- ২৬
- ☞ ক্বাসাসুল হাদীস :
 - ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর কৌশল
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩২
- ☞ চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইসলাম :
 - পরিমিত খাদ্য ও মানব দেহের গঠনপ্রক্রিয়া
মূল : ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাল্লাহু-হ)- ৩৭
- ☞ ইতিহাসের ঐতিহ্য :
 - মিন্দানাওয়ের স্বায়ত্তশাসন : শতাব্দীর অন্যতম সেরা সাফল্য
তানযীল আহমাদ- ৪০
- ☞ পাঠকের কলাম :
 - আইটি কর্ণার প্রসঙ্গ
মো. মনিরুজ্জামান খান- ৪৪
- ☞ জমঈয়ত সংবাদ- ৪৭
- ☞ গবেষণা- ৪৮
- ☞ আপনার স্বাস্থ্য- ৪৯
- ☞ ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৫০
- ☞ প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৫৪

মুজাহিদ (রাহিমাল্লাহ-হ), ইকুরিমাহ্ (রাহিমাল্লাহ-হ), সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহিমাল্লাহ-হ), 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবযা (রাহিমাল্লাহ-হ), সুদ্দী (রাহিমাল্লাহ-হ) রাবী' ইবনু 'আনাস (রাহিমাল্লাহ-হ), আবু সিনান এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।^{১১}

মাকহুল (রাহিমাল্লাহ-হ) বর্ণনা করেন যে, 'মুসাউওয়ামাহ্' বলা হয় ঐ ঘোড়াকে, যার কপালে সাদা দাগ থাকে এবং পায়ের নিচের অংশও সাদা থাকে।^{১২}

ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ-হ) আবু যার (রাহিমাল্লাহ-হ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

لَيْسَ مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤَدُّنَ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ يَدْعُو
بِدَعْوَتَيْنِ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ حَوَّلْتَنِيْ مِنْ حَوْلَتِيْ مِنْ بَنِي
آدَمَ فَاجْعَلْنِيْ مِنْ اَحَبِّ مَالِهِ وَاَهْلِهِ اِلَيْهِ اَوْ اَحَبِّ اَهْلِهِ
وَمَالِهِ اِلَيْهِ.

প্রতিটি 'আরাবীয়ান ঘোড়াকে প্রতিদিন ভোরে দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়ে দু'আ করার অনুমতি দেয়া হয়। ঐ দু'আ হলো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আদম সন্তানের সেবার জন্য নিয়োজিত করেছ। অতএব তুমি আমাকে তার কাছে এবং তার পরিবারের কাছে প্রিয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত করো অথবা আমাকে তার জন্য ও তার পরিবারের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় হিসেবে গণ্য করো।^{১৩}

حَرَثٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে উট, ছাগল ও গরু। اَنْعَامٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ ভূমি যা ফসলের বীজ-বপন বা বৃক্ষ রোপনের জন্য তৈরী করা হয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে— রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

خَيْرُ مَالٍ اَمْرِيْ لَهٗ مُمْرَةٌ اَوْ سَكَّةٌ مَّأْبُوْرَةٌ.

'মানুষের উত্তম সম্পদ হচ্ছে অধিক বংশ বৃদ্ধি করা ঘোড়া এবং অধিক ফলবান বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।^{১৪}

^{১০} তাফসীর তাবারী- ৬/২৫২।

^{১১} মুসনাদ ইবনু আবী হাতিম- ২/১২৩-১২৫।

^{১২} মুসনাদ ইবনু আবী হাতিম- ২/১২৭।

^{১৩} হাদীসটি সহীহ, মুসনাদ আহমাদ- ৫/১৬২, ৫/১৭০, সুনা্ন নাসাঈ- ৬/৫৩২/৩৫৮১।

^{১৪} হাদীসটি সহীহ, মুসনাদ আহমাদ- ৩/৪৬৮, মাজমা'উল ফাতাওয়া- ৫/২৫৮।

অতঃপর বলা হচ্ছে—

﴿ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمٰاِبِ﴾

“এসব পার্থিব জীবনের সম্পদ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।”

জীবনের লোভনীয় সম্পদ : অর্থাৎ- এগুলো ইহলৌকিক জীবনের লোভনীয় বস্তু, এগুলো সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠতম অবস্থান স্থল ও উত্তম বিনিময় প্রাপ্তির জায়গা মহান আল্লাহর নিকটেই রয়েছে।

তাক্বওয়াই পরকালে মুজ্জির একমাত্র মাধ্যম : মহান আল্লাহর বাণী—

﴿قُلْ اَوْ تَبَتُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا﴾

“বলো, আমি কি তোমাদের এ সব থেকেও অতি উত্তম কোন কিছুর সংবাদ দিব? যারা মুত্তাক্বী তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন বাগান রয়েছে, যার নিম্নে নদী প্রবাহিত। তারা তাতে চিরকাল থাকবে.....।”

অত্র আয়াতে মহানাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

﴿قُلْ اَوْ تَبَتُّكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ﴾

“হে নাবী! তুমি বলে দাও আমি তোমাদেরকে এসব অপেক্ষা উত্তম জিনিসের সংবাদ দিচ্ছি।”

এ পার্থিব জিনিসগুলো তো একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে যেসব জিনিসের কথা বলছি সেগুলো অস্থায়ী নয়, বরং চিরস্থায়ী। জেনে রেখ—

﴿لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ﴾

যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট এমন সুখময় জান্নাত রয়েছে যার বিভিন্ন প্রান্তে ও যার বৃক্ষাদির মধ্যস্থলে বিভিন্ন প্রকারের শ্রোতস্থিনীসমূহ বয়ে যাচ্ছে। কোনো স্থানে রয়েছে মধুর নদী, কোনো জায়গায় রয়েছে দুধের নদী,

পরিণত করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“বানী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা পাপাচার এবং সীমালঙ্ঘন করেছিলো। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিত না। কতাই না নিকৃষ্ট ছিলো তাদের কাজ।”^{৪৮}

অন্যায় কাজে বাধা না দিলে মহান আল্লাহর ‘আযাবে নিপতিত হওয়ার বিষয়টি নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নূ’মাডন ইবনু বশীর (রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : “মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী এবং তা লঙ্ঘনকারীর উপমা হলো যেমন কিছু সংখ্যক লোক লটারীর মাধ্যমে একটি নৌযানে আরোহন করল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আবার কেউ পেল নীচ তলায়। নিচ তলার যাত্রীগণের যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে উপর তলার যাত্রীদের কাছে যেতে হয়। এমতাবস্থায় নীচ তলার লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আমরা যদি নিজেদের অংশে ছিদ্র করে পানি সংগ্রহ করে নিতাম এবং উপরের তলার লোকদেরকে কোন কষ্ট না দিতাম তাহলে ভালো হত। এখন উপরের লোকেরা যদি নিচের লোকদেরকে বাধা না দিয়ে তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়, তাহলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে বাধা দেয়, তবে তারা নিজেরাও বাঁচবে এবং অন্য সবাইও বেঁচে যাবে।”^{৪৯}

অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে সংকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা আরো বেশী গুরুত্ব দেয়া আবশ্যিক। কারণ বর্তমানে মানব সমাজে অন্যায় কাজ, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতা বেড়ে গেছে। আমরা যদি দ্বীনের এই বিরাট দায়িত্ব পালন না করি, তাহলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে এবং মানব সমাজ জাহিলিয়াতে চলে গিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক ‘ইলম অর্জন করে সংকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করার তাওফীক দান করেন। আমীন! ####

^{৪৮}. ৫ নং সূরাহু আল মায়িদাহু, আয়াত নং- ৭৮-৭৯।

^{৪৯}. সহীহুল বুখারী- হা: ২৪৯৩।

AVC bvi ~ v ~ Ñ দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করার কুফল

[৪৯ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে দীর্ঘসময় বসে থাকার কারণে হতে পারে এমন কিছু রোগ সম্পর্কে এখানে জানানো হলো।

কার্পল টানেল সিনড্রোম : প্রতিনিয়ত মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এমনকি মাত্র ২০ বছর বয়সেই। এর উপসর্গগুলো হচ্ছে- হাতে ব্যথা, অসাড় অনুভূতি, ঝিনঝিনি করা এবং দুর্বল অনুভব করা। কারণ হচ্ছে ‘মিডিয়ান নার্ভ’ বা হাতের মধ্যবর্তী স্নায়ুতে বেকায়দায় চাপ পড়া।

প্রতিরোধ : একটানা করতে হয় এমন হাত কিংবা কজির কাজ করার ক্ষেত্রে ঘন ঘন বিরতি নিতে হবে। সেই সঙ্গে হাতের তালু ও আঙ্গুল টানটান করতে হবে প্রতিদিন একাধিকবার। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন মাউস বেছে নিতে হবে যা ব্যবহার করা আরামদায়ক এবং কজির উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে না।

দুর্বল পেশি : মানুষের শরীর তৈরি করা হয়েছে প্রচুর নড়াচড়ার উপযোগী করে, আছে ৩৬০টি জোড় এবং প্রায় সাতশ অস্থি-পেশি। তবে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ারে বসে থাকতে হয়, ফলে নীচ ও উরুর পেছনের অংশের ‘হ্যামস্ট্রিং’ নামক পেশি শক্ত হয়ে যায়। সেখানে থেকে পিঠের নিচের অংশ ও পেটের পেশি দুর্বল হয়ে যেতে থাকে।

প্রতিরোধ : কয়েক মিনিট পরপর বসার ধরন পরিবর্তন করতে হবে, প্রতি ঘণ্টায় একবার হলেও উঠে হাঁটাহাঁটি করতে হবে। মাঝে মধ্যে লিফেটর বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।

স্থূলতা : বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রেই খেতে হয় উচ্চমাত্রার কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার, যাতে প্রোটিন নেই বললেই চলে। কাজের প্রয়োজনে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা নিয়মিত বিভিন্ন জায়গায় ছোটছুটি করতে না হলে এত বেশি কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন নেই।

প্রতিরোধ : বাসা থেকে খাবার নিয়ে যান যাতে উচ্চমাত্রায় প্রোটিন রয়েছে। সেই সঙ্গে খাবারে পর্যাপ্ত চর্বি ও সবজি থাকাও নিশ্চিত করতে হবে।

কুঁজো হয়ে যাওয়া : এখানেও দায়ি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা। অভ্যন্তরীণভাবে ঘুরে যাওয়া ঘাড়, তা থেকে পিঠ কুঁজো হয়ে যাওয়া, এগুলো দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে হওয়া সমস্যা।

প্রতিরোধ : কম্পিউটারে কাজ করার সময় সামনে ঝুঁকে থাকা যাবে না। বসতে হবে আয়েশ করে, ঘাড় থাকবে নিতম্ব বরাবর। ####

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَلِيمَانَ بْنِ صُرْدٍ، وَخَالِدِ بْنِ عَرْفُطَةَ وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتَّبِعَا جِنَازَةَ مَبْطُونٍ، فَقَالَ : أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ، فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ : بَلَى .

‘আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু-হু ‘আনহুম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইবনু সুরাদ ও খালিদ ইবনু উরফুতা এক স্থানে বসা ছিলাম। তারা উভয়ে পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। তাদের একজন অপরজনকে বলল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেননি যে, পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে কবরে ‘আযাব দেয়া হবে না? অন্যজন বললেন, হ্যাঁ।^{b৭}

ঘ. আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী : আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করে, তারা কবর ‘আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। হাদীসে এসেছে—
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَنْتَمُو عَمَلَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ .

ফাযালা ইবনু ‘উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু-হু ‘আনহুম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, ‘প্রত্যেক মৃতব্যক্তির যাবতীয় কাজের উপর সীলমোহর করে দেয়া হয় (কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে)। কিন্তু যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ তা‘আলা ক্রিয়ামত পর্যন্ত তার কাজের সওয়াব বর্ধিত করতে থাকেন এবং তাকে কবরের যাবতীয় ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখেন’।^{b৮}
উপরোল্লিখিত ব্যক্তির কবরের ‘আযাব ও ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে। এছাড়াও রাসূল (সাল্লাল্লাহু-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবসময় কবরের ‘আযাব ও ফিতনা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতেন। হাদীসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু-হু ‘আনহু) বলেন, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চেয়ে প্রার্থনা করতেন— ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাই জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই, জীবন ও মরণের ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাই এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে পরিত্রাণ চাই’।^{b৯}

অপর একটি হাদীসে এসেছে— আওফ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু-হু ‘আনহুম) বলেন, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এক জানাযার সালাত আদায় করলেন। আমি তাঁর দূ‘আর কিছু অংশ মনে রেখেছি। তিনি তাতে বললেন—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكِرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسَلْهُ بِالمَاءِ وَالتَّلْحِجِ وَالتَّبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالَ حَتَّى تَمَيَّنْتَ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ .

হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তার প্রতি দয়া করো, তার প্রতি নিরাপত্তা অবতীর্ণ করো, তাকে ক্ষমা করো, তাকে সম্মানিত আতিথ্য দান করো, তার থাকার স্থানকে প্রসারিত করো, তাকে পানি, বরফ ও তুষার দ্বারা ধুয়ে দাও। অর্থাৎ— তার গুনাহ মার্ফ করে দাও। তাকে গুনাহ-খাত্তা হতে পরিস্কার করো যেভাবে তুমি পরিস্কার করো সাদা কাপড়কে ময়লা হতে। তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর তাকে দান করো, তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার তাকে দান করো, তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান করো। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, কবরের ‘আযাব থেকে রক্ষা করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তাকে কবরের ফিতনা হতে বাঁচাও এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করো’। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যে, যদি ঐ মৃতব্যক্তি আমিই হতাম।^{b১০}

আরেকটি হাদীসে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ .

^{b৭} মুসনাদ আহমদ- হা: ১৮৫০০।

^{b৮} মুসনাদ আহমদ- হা: ২৪৪৫০।

^{b৯} সহীহুল বুখারী- হা: ১৩৭৭।

^{b১০} সহীহ মুসলিম- হা: ২২৭৬।

مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَفِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

‘যে ব্যক্তি ইসলামের উত্তম জিনিস চালু করল, সে ব্যক্তির জন্য তার সওয়াব এবং তার পরে যারা তার প্রতি ‘আমল করবে তার সওয়াব রয়েছে। আর তাদের সওয়াব কম করা হবে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি ইসলামে খারাপ কিছু চালু করল, সে ব্যক্তির জন্য সে কাজের এবং তার পরবর্তীতে যারা তার উপর ‘আমল করবে তাদের পাপ বহণ করবে। আর তাদের পাপের কিছুই কম করা হবে না।’^{৯৬}

যে ব্যক্তি যে অঙ্গনেই কথা বলুক না কেন; বিশেষ করে যারা মিডিয়াতে কথা বলেন তাদের মনে রাখা উচিত, তিনি যদি মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন, তবে তিনি কল্যাণের উপর রয়েছেন এবং তার জন্য রয়েছে স্থায়ী কল্যাণের সুসংবাদ। আর যদি মানুষদেরকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করেন, তা তাদের সামনে চাকচিক্য করে তুলেন, মানুষদেরকে তার প্রতি উৎসাহী করে তুলেন এবং তার কারণে মানুষেরা তাতে লিপ্ত হয়, তবে তিনি এমন পাপ বহণ করবেন যা বহণে সে সক্ষম নন। তিনি স্থায়ী পাপের ব্যবস্থা করে গেলেন। তিনি ক্রিয়ামাতের দিন আল্লাহর দরবারে সেই পাপ আর তার মাধ্যমে বিভ্রান্ত লোকদের পাপ কাঁধে নিয়ে আসবেন। অতএব, সকল মুসলিম মিডিয়া ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করেন এবং এ বিষয়টা তাদের মাথায় সর্বক্ষণ রাখেন যে, একদিন আল্লাহর কাছে তাকে দাঁড়াতে হবে এবং তিনি যা বলেছেন, যা কিছু করেছেন সে-সব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।

সালফে-সালেহীনদের বুকের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল পাওয়া গেলে তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে। আর দলীল না পাওয়া গেলে চুপ থাকবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! নির্জনে একাকী বসে থাকবে, তাকে কেউ চিনবে না, জানবে না -এমন ব্যক্তি উত্তম তার চেয়ে যে সুন্নাহ-র বিরোধিতার ওপর ভর করে প্রসিদ্ধতা অর্জন করে।

পরিবারের দায়িত্ব হচ্ছে মিডিয়ার এ বিচ্যুতি রোধ করা এবং সিরাতে মুস্তাকীমে অবিচল থাকার উপায় জানিয়ে

দেওয়া। পরিবারের উপরে আরও দায়িত্ব হচ্ছে, সিরাতে মুস্তাকীমে অবিচল এবং সঠিক পথে অটল থাকার যাবতীয় উপকরণ পরিবারে প্রস্তুত রাখা।

নবম কারণ

খারাপ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুসরণ করা : বন্ধুগণ! বিচ্যুতির আরেকটি কারণ হচ্ছে, খারাপ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুসরণ করা এবং অধিকাংশ মানুষ এ কাজ করছে- এ দোহাই দেয়া। অনেক যুবক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই অনেক কাজে, মতবাদে ও মতাদর্শে জড়িয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা’আলা বলেন :

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَكُمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾

‘আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথা মত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে; আর তারা শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে।’^{৯৭}

আল্লাহর বান্দা! আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে। কারণ, তারা হেদায়েত ও স্পষ্ট দলীলের অনুসরণ করে না। তারা অনুসরণ করে ধারণা, ব্যক্তি মতামত, বিভিন্ন মতাদর্শ এবং কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মানব রচিত বিভিন্ন নিয়মকানুনের। তারা তো ধারণাপূজারী। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

‘আর আপনি যতই চান না কেন, বেশীরভাগ লোকই ঈমান গ্রহণকারী নয়।’^{৯৮}

জামা‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

শাইখ বিন বায (রাহিমাছল্লা-হ) বলেন, ‘সম্মানিত তাবেয়ী ‘উমার ইবনু মাইমুন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হুমা)-কে জামা‘আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, ‘জামা‘আত হচ্ছে, যা হকের অনুকূলে হয়, যদিও তুমি একাই তার অনুসারী হও।’ শাইখ (রাহিমাছল্লা-হ) বলেন, ‘যদি তুমি একাই হকের অনুসারী হও, তবে তুমি একাই এক জামা‘আত। জামা‘আত তারাই যারা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-

^{৯৬} সহীহ মুসলিম- ১০১৮।

^{৯৭} সূরা আল আন’আম ৬ : ১১৬।

^{৯৮} সূরা ইউসুফ ১২ : ১০৩।



কারণ ও ফেতনার চালিকা শক্তি হচ্ছে ফেতনা ও ফেতনাগ্রন্থদের নিকটবর্তী হওয়া।

এ কারণের প্রতিকার :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ بِاللَّجَالِ فَلْيَتَأَمَّرْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيَهُ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু-হু ‘আন্হুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ‘কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনে সে যেন তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর কসম! যে কোনো ব্যক্তি তার নিকট এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে ঈমানদার। অতঃপর সে তার সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে অনুসরণ শুরু করবে।’^{১০৫}

আল্লাহর বান্দা! ফেতনার নিকটে গেলে তাতে জড়িয়ে যাওয়া –এটাই নিয়ম। তাই আপনি যদি কারো ব্যাপারে শুনে যে, সে কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীতে মানুষদেরকে ফেতনার দিকে আহ্বান করছে, ‘আলেম ও শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহিত করছে, তাহলে তার থেকে দূরে থাকুন। যদিও আপনি তাঁর ব্যাপারে আস্থাশীল হন এবং নিজেকে হকুপত্বে মনে করেন। কেননা নিজের অজান্তেই কখন সে ফেতনায় জড়িয়ে পড়বেন আর মনে করবেন, আমি তো সঠিক পথ ও কল্যাণের ওপরে আছি।

আল্লাহর বান্দা! আপনাদের উপর আবশ্যিক হচ্ছে, ফেতনা থেকে যোজন-যোজন মাইল দূরত্ব বজায় রাখা।

চতুর্দশ কারণ

পাপ ও পাপের দিকে প্ররোচিতকারী অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা : বিচ্যুতির আরেকটি কারণ হচ্ছে, পাপ ও পাপের দিকে প্ররোচিতকারী অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা। পাপ এবং অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা মানুষকে বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যায়। একপাপ বহু পাপের মিলন ঘটায়, এক পাপ অন্য পাপকে ডেকে আনে। পূর্বের পাপের ফলে মানুষ আল্লাহর অবাধ্য হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾

^{১০৫}. আবু দাউদ- হা. ৪৩১৯; আলবানী (রাহিমাঃল্লা-হ) সহীহ বলেছেন, মিশকাত- হা. ৫৪৮৮।

‘অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন।’^{১০৬}

পাপের প্রভাব : পাপের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাইতো এক সালাফ বলেছেন, ‘নেকি প্রতিদান হচ্ছে পরবর্তীতে আরও নেকী সম্পাদন করা আর পাপের শাস্তি হচ্ছে পরবর্তীতে আরও পাপে জড়িত হওয়া।’

সম্মানিত ভাইয়েরা! পাপের প্রতিদান হচ্ছে প্রতিনিয়ত ভয়ানক বিষণ্ণতা ও শ্বাসরুদ্ধকর জীবন। কখনো কখনো এ ধরনের ব্যক্তি মানুষের সাথে হাসি-মজা করলেও তার ভিতরটা বিষণ্ণতায় ভরা থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْيٰ۟﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْيٰ۟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًاۙ ۝ قَالَ كَذَلِكِ أَتَيْنَكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰ۟﴾

আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমরা তাকে ক্রিয়ামাতের দিন একত্রিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, ‘হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় একত্রিত করলেন? অথচ আমি তো ছিলাম চক্ষুস্পন্দন। তিনি বলবেন : ‘এরূপই আমাদের নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তোমাকেও (জাহান্নামে) ভুলে যাওয়া হবে।’^{১০৭}

সম্মানিত বন্ধুগণ! কতকের জীবন অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, হয়ে উঠে দুর্বিসহ। শেষ পর্যন্ত তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাচ্ছে। আত্মহত্যা মহাপাপ ও কাবীরাগুণার অন্তর্ভুক্ত। আর কতকের হৃদয় দুর্গচিন্তায় সংকচিত হয়ে আসে। এর প্রতিষেধক হিসেবে তারা অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে তার দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা আরো বৃদ্ধি পায়।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাঃল্লা-হ) বলেন, ‘সকল ধর্মের লোক ও বিজ্ঞব্যক্তির এ ব্যাপারে একমত যে, পাপাচার ও ফাসাদ দুশ্চিন্তা, হতাশা, আতঙ্ক, অস্থিরতা ও অন্তরের ব্যাধিকে জাগিয়ে তুলে। এমনকি এসব ব্যক্তি যখন

^{১০৬}. সূরা আস্ সাফ ৬১ : ০৫।

^{১০৭}. সূরা ত্ব-হা- ২০ : ১২৪-১২৬।

قصص الحديث \ Kvmvm j nv`xm

কাফিরদের সঙ্গে রাসূল (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্ধি

-গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

মিস্‌ওয়াল ইবনু মাখরামাহ ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তাঁরা একে অপরের বর্ণনা যথার্থ বলেছেন। তাঁরা দু'জনে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে সফরে রওনা হন এবং রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় হাজির হয়ে বলেন, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ গামীম নামক জায়গায় কুরাইশদের অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে অশ্বারোহী বাহিনীসহ অবস্থান করছে। কাজেই তোমরা ডান দিকের রাস্তায় চলো। আল্লাহর শপথ! খালিদ মুসলিমদের উপস্থিতি টের পেল না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুসলিম বাহিনীর পায়ে ধূলি উড়তে দেখল এবং তাদের কাছে একটি বিরাট সেনাবাহিনী এসে পৌঁছল। অতঃপর সে তাড়াতাড়ি কুরাইশদেরকে খবর দিতে চলে গেল এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সোজা অগ্রসর হতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর উদ্ভী সানিয়্যায় পৌঁছে সেখানে বসে পড়ল, যেখান দিয়ে কেউ তাদের কাছে যেতে পারত। লোকেরা তাঁর উদ্ভীকে হাল-হাল শব্দ ব্যবহারে উঠানোর বহু চেষ্টা করল, কিন্তু সবই বৃথা। তারা বলতে লাগল, কাসওয়া ক্লাস্ত হয়ে গেছে (দু'বার)। নাবী (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কাসওয়া ক্লাস্ত হয়নি এবং ক্লাস্ত হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। তাকে তিনিই বসিয়েছেন, যিনি হস্তিকে বসিয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন, সে সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! কুরাইশরা যদি আল্লাহর সম্মানিত বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের যে কোন দাবি-দাওয়া মেনে নিব।

তারপর তিনি কাসওয়াকে তিরস্কার করলে, সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চলতে লাগল। মহানাবী (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাস্তা বদল করে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্তে একটি কূপের কাছে অবস্থান করেন। সেই কূপে অল্প পানি ছিল। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তারা

পানি নিঃশেষ করে ফেলল। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পিপাসার অভিযোগ করল। একথা শুনে তিনি তাঁর তীরের থলের মধ্য থেকে একটি তীর বের করে লোকদেরকে এটি পানিতে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! তীরটি পানিতে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে পানি উপচে উঠল। এমনকি তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে তা পান করল। এমন সময় বুদাইল ইবনু অরাকা তার সম্প্রদায় খুয়াআর কিছু সংখ্যক ব্যক্তিসহ হাজির হলেন। তারা তিহামার অধিবাসী ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা কা'ব ইবনু লুআই ও 'আমির ইবনু লুআইকে হুদাইবিয়ার গভীর ঝর্ণার কাছে রেখে এসেছি। তারা সেখানে অবস্থান করছে। তাদের সাথে দুধবতী উদ্ভী ও সব রকমের জিনিসপত্র রয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং আপনাকে কা'বা ঘরে ঢুকতে বাধা দিতে চায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমরা তো কারো বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি। আমরা তো, 'উমরাহ' করতে যাচ্ছি। অবশ্য যুদ্ধ কুরাইশদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে এবং তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমি কিছুদিনের জন্য তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি এবং এ সময়ে তারা আমাদের ও আরবের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে (কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে) বিরত থাকবে। যদি আমি তাদের উপর বিজয়ী হই, তাহলে কুরাইশরা ইচ্ছা করলে অন্যদের মতো আমার ধর্মে প্রবেশ করতে পারে। আর তা না হলে তারা এ সময় শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি আমার এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, তাহলে সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার গর্দান পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকব এবং অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করবেন।

বুদাইল বললেন, আমি শীঘ্রই তাদেরকে আপনার কথা পৌঁছে দিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাওয়ানা হলেন এবং কুরাইশদের কাছে পৌঁছে বললেন, আমরা এ লোকটির (রাসূল) কাছে হতে আপনাদের কাছে এসেছি এবং তাঁকে কিছু কথা বলতে শুনেছি। যদি আপনারা চান যে, আমরা তা আপনাদের কাছে পেশ করি তাহলে আমরা তা করতে পারি। একথা শুনে তাদের কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তি বলল, আমাদের তার কোন কথা শুন্য

* প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।

❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖

الطب والإسلام \ PiiKrmv i e vb ! "m jvg

পরিমিত খাদ্য ও মানব দেহের গঠনপ্রক্রিয়া

–মূল : ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহিমাল্লাহু-হ)

দৈহিক পীড়া শরীরবৃত্তীয় (Physiological) ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটায়। কারণ তাতে দেহে প্রয়োজনীয় উপাদানের আধিক্য কিংবা স্বল্পতা দেখা দেয়।

অধিকাংশ দৈহিক পীড়া অতিভোজনের ফলে দেখা দেয়। অতিভোজন খাদ্য হজমে ব্যাঘাত ঘটায়, পুষ্টি সরবরাহ কম হয়। জটিল বা যৌগ খাবারেও একই ভোগান্তি দেখা যায়। আদাম-সন্তান যদি এ ধরনের খাবার খায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের পীড়ায় আক্রান্ত হয়। এ ধরনের রোগের জন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী চিকিৎসা চালাতে হয়। অন্য দিকে যারা সচেতন এবং সীমিত খাদ্য গ্রহণ করে তাদের দেহ গৃহীত খাদ্য থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়। অতিভোজনকারীর ঠিক উল্টোটা হয়।

আমরা যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করি, হয় সেগুলো দেহের জন্য প্রয়োজনীয় কিংবা যথেষ্ট অথবা অতিরিক্ত।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পেটের চেয়ে মন্দ কোন পাত্র মানুষ ভরাট করে না। পিঠের দাঁড়া সোজা রাখার মতো কয়েক লোকমা খানাই আদাম-সন্তানের জন্য যথেষ্ট। সে যদি সামান্য কিছু বেশী খাওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।^{১১২}

এটিই চমৎকার খাদ্যাভ্যাস বা খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া যা দেহ এবং হৃদয়কে সুস্থ রাখে। সম্পূর্ণ ভরা পেটে যদি কেউ পানি পান করে তাহলে তার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, দেহ অলস অবসন্ন হয়ে পড়ে। দেহ ভার বোধ হয়, মনে হয় উদরে ভারী কিছু অবস্থান করছে। একই কারণে অতিভোজনে, উদরপূর্তির কারণে কাজ-কর্মেও অবসাদগ্রস্ততা ও অলসতা চলে আসে।

অতি ভোজন যখন অভ্যাস হয়ে যায় তখন সেটা স্বাস্থ্য ও হার্টের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে অধিক খাদ্য গ্রহণে সাধারণতঃ কোন ক্ষতি হয়

^{১১২} আত তিরমিযী- হা: ২৩৮৩, হাদীসটি হাসান সহীহ।

না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু-হু 'আন্হু) একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে ততক্ষণ পর্যন্ত দুধ পান করলেন যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যিনি তোমাকে সত্যসহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তুমি তার জন্য কোন জায়গা খুঁজে পাবে না। সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু-হু 'আন্হু)-গণ এক সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় পেটপূর্তি করে খেতেন এবং এতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে সাহাবীগণ দুর্বল ও স্থূলদেহী হয়ে পড়েন। প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেলে দেহ শক্তিশালী হয়, প্রচুর খেয়ে নয়।

মানব দেহ ৩টি মূল উপাদানে গঠিত। তরল, কঠিন ও বায়ুবীয় (গ্রীকদের ধারণায় চতুর্থ আরও একটি উপাদান হচ্ছে আগুন)^{১১৩}। এ জন্য নাবী (সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেহের জন্য প্রতিটি উপাদানের নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করতেন। যদি কেহ জিজ্ঞেস করেন : এখানে আগুনের অংশ কোথায়? আমরা বলব : দেহাভ্যন্তরে ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে তাপ বা আগুনের সৃষ্টি হয়। আবার অন্যরা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন : দেহে কোন আগুনের অংশ নেই। নিম্নের ধারণা হতে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

প্রথমতঃ আগুনের অংশ বায়বীয় অংশ থেকে নেমে দেহস্থিত কঠিন এবং তরল অংশের সাথে মিশে যায় অথবা এটি মানবদেহের তরল এবং কঠিনের মাঝামাঝি অবস্থান করে।

এখানে প্রথম ধারণাটি সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। কারণ আগুন সর্বদাই উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে, নিম্নমুখী নয়। অথচ উপরের ধারণাটিতে বলা হয়েছে যে, আগুন কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যমীনে নেমে আসে।

^{১১৩} এটি লেখকের সময়কার (৬৯১-৭৫১ হিজরী, ১৩৬৪-১৪২৩ Gregorian approximate) বৈজ্ঞানিক ধারণা। তখন ধারণা ছিল ৪টি মূল উপাদান যেমন পানি, মাটি, আগুন ও বায়ু দ্বারা দেহ গঠিত। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা মানতে নারাজ যে, আগুনও দেহ গঠনকারী উপাদানের একটি। নাবী (সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চিকিৎসা ব্যবস্থায় খাদ্য এবং পানীয় সম্পর্কিত বিষয়ের ঐ হাদীসটি লেখক সম্ভবতঃ উদাহরণস্বরূপ এনেছেন যে, আগুন মানব দেহ গঠনের অংশ নয়। এ অধ্যায়ের শেষ দিকের উক্ত ধারণাটি যে নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত চিকিৎসা পদ্ধতির বিদ্যুতি ছাড়া আর কিছুই নয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দেখা যায়। অধ্যাপক নূর আসন্ন বিপদ থেকে কিছুটা নমনীয় ভাব প্রদর্শন করলেও সালামত হালিম বেকে বসেন। তিনি সেই ১৯৭৭ সালেই তার মতানুসারীদেরকে নিয়ে পৃথক দল গঠন করেন। আব্দুর রাজ্জাক-এর উপনাম ছিল আবু সায়াফ। তার এই উপনামের প্রতি সম্পৃক্ত করেই তার দলের নামকরণ করা হয় “জামাআতু আব সায়াফ”।

আবু সায়াফ আব্দুর রাজ্জাক মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে শরী‘আহ ক্যাকাল্টি থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে লিবিয়ায় গমন করেন। সে সময় মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্যদেরকে লিবিয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হত। তিনিও সেই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদান করে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর দেশে ফিরে এসে মিন্দানাওয়ের দক্ষিণাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট কয়েকটি দ্বীপ যেমন- বাসিলান, সুলু ইত্যাদি দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু তার এই কার্যক্রম রাজধানী-ম্যানিলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কয়েকটি কারণে তিনি মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট থেকে আলাদা হয়ে যান :

০১. বাসিলান ও সুলু অঞ্চলে খ্রিস্টান মিওনারীদের তৎপরতা ছিল সবচেয়ে বেশী। সেই অঞ্চলের মুসলমানদের উপরে খ্রিস্টানদের নির্যাতনের মাত্রাও ছিল বেশী। তাদের সাথে আবু সায়াফের প্রচণ্ড মুকাবিলা করতে হয়, যা তার দলকে শক্তিশালী ও সাহসী করে তোলে।

০২. উক্ত দ্বীপগুলোতে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ট হওয়ার কারণে তিনি খুব উৎসাহিত হন। সেখানকার একদল উদ্যমী ও ইসলাম প্রেমিক জানবাজ মুজাহিদ কর্মী তাকে আরো সাহসী করে তোলে।

০৩. বাসিলান ও সুলুসহ আশেপাশের দ্বীপগুলো পাশাপাশি ও অন্যান্য দ্বীপসমূহ থেকে পৃথক হওয়ার কারণে এবং সেগুলো মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার কারণে তিনি সেসব দ্বীপসমূহে স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখছিলেন।

০৪. সর্বোপরি, তিনি ছিলেন ইসলামিক স্টেটের আদর্শে অনুপ্রাণিত। যা অধ্যাপক নূর মিসওয়ালির ধীরগতির কার্যক্রমের সাথে কোনোভাবেই মানানসই হচ্ছিল না।

ফলে তিনি পৃথক দল গঠন করেন। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন :

“শুরুর দিকে আমরা কখনো চিন্তা করিনি যে, আমরা নতুন কোনো আন্দোলন বা জাবহার সৃষ্টি করব। বরং আমাদের ইচ্ছা ছিল মরো ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা মরো ইসলামিক ফ্রন্টের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করা। কিন্তু আমরা দেখলাম জাবহা ইসলামিয়াহ বা মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের প্রস্তুতি পর্যাণ্ড নয়। তাদের অনেক অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে। উন্নত প্রশিক্ষণ রয়েছে। কিন্তু তাদের মাঝে বিরাজ করছিল অলসতা ও উদ্যমহীনতা। আন্দোলন ও সর্বাঙ্গিক প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামার কোনো লক্ষণ তাদের মাঝে ছিল না।

অন্যদিকে জাবহা ও তানিয়াহ বা “মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট”-এর সদস্যদের মাঝে ইসলামি চেতনার প্রচুর অভাব ছিল। তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র সৈনিক মনে করত। মুজাহিদ মনে করত না। তারা যুদ্ধ করত। কিন্তু তাদের অনেকেই ছিল যে, সলাত আদায় করত না।

আমরা বুঝতে পারলাম যে, মরো ইসলামিক বা মরো ন্যাশনাল কেউ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। আমরা দীর্ঘ পরামর্শ করে ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত, দ্বীন পালনে সচেষ্টি একদল উদ্যমী তরুণদের সমন্বয়ে আল হারাকাতুল ইসলামিয়াহ বা “ইসলামিক মুভমেন্ট” গঠন করলাম।

যা পরবর্তীতে “জামাআতু আবু সায়াফ” নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৪১৮ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৮ সালে জাম্বুয়াঙ্গোর নিকট একটি গ্রামে তিনি ফিলিপাইন সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অতঃপর উভয়পক্ষের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সময় আবু সায়াফ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

তার শাহাদাতের পর জামা‘আতু আবু সায়াফ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দলের নেতৃত্ব দেন রাউদালান। অপরটির নেতৃত্ব দেন কায্যফি জানজালানি। তারা উভয়েই গেরিলা হামলাকে বেছে নেয়। ২০০০ সালের পর থেকে তাদের কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে পরে।

এদিকে ২০০৩র সালে মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা সালামত হালিম মৃত্যুবরণ করলে দলের নেতৃত্বে আসেন মুরাদ ইব্রা-হীম। যিনি এখন পর্যন্ত সেই দলের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অন্যদিকে মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক নূর মিসওয়্যারিকে ২০০১ সালে দলীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তিনি মালয়েশিয়া পালিয়ে আসেন। কিন্তু মালয়েশিয়া সরকার তাকে ফিলিপাইন সরকারের নিকটে হস্তান্তর করে। ফিলিপাইন সরকার তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখে।

শান্তি চুক্তি ও স্বায়ত্তশাষণ : ফিলিপাইন সরকার ও মিন্দানাওয়ের ইসলামি দলগুলোর মাঝে মোট চারবার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

০১. ১৯৭৬ সালে লিবিরার রাজধানী ত্রিপলীতে। কিন্তু চুক্তি বা সমঝোতা আলোর মুখ দেখেনি।

০২. ১৯৯৬ সালে। তখন মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সাথে ফিলিপাইন সরকারের চুক্তি হয়েছিল। তবে এই চুক্তিতে বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র রাখার অনুমোদন দেয়া হয়। এ কারণে শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন হয়নি।

০৩. ২০১২ সালে আরেকটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে। যা প্রেসিডেন্ট বেগিননো নয়নয় অ্যাকুইনোর সরকার ও মিন্দানাওয়ের সবচেয়ে বড় ইসলামি দল মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। ২০১২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ফিলিপাইন সরকার ও এম.আই.এল.এফ.-এর মধ্যে এই শান্তিচুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু সেই চুক্তিও দিনের আলোয় আসতে পারেনি। ফলে ফিলিপাইন সরকার ও মুসলিম স্বাধীনতাকামী দলগুলোর মাঝে লড়াই অব্যাহত থাকে।

০৪. ২০১৮ সালে সর্বশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় প্রেসিডেন্ট রভরিগো দুতার্তে ও মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্ট এর মাঝে। এর মাধ্যমে অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে চলা অস্থিরতার নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট দফতরের মুখপাত্র হ্যারি রোক এবং আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী রং গো এক বিবৃতিতে বলেন, স্বায়ত্তশাষণ পাওয়া মুসলিম অঞ্চলটির নাম হয়ে “বাংসামরো”। ফিলিপিনো ভাষায় “বাংসামরো” শব্দের অর্থ হচ্ছে মরো জাতির দেশ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মিন্দানাও অঞ্চলের বাংসামরোর জন্য আলাদা সাংবিধানিক আইন-ব্যবস্থার জন্য এ আইনে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট দুতার্তে। মিন্দানাওয়ের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হওয়া দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট দুতার্তে এ আইন পাশের ব্যাপারে কংগ্রেসকে তাকিদ দিয়ে

ছিলেন। যার কারণে মূলতঃ কয়েক দশক ধরে অঞ্চলটিতে অন্যতম স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী মরো ইসলামিক লিবারেশন ফ্রন্টের সাথে শান্তি স্থাপন সম্ভব হলো।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া তৃতীয় ভাষণে তিনি মরো মুসলিমদের স্বায়ত্তশাষণ দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন।

এদিকে চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই আরো একটি শান্তিচুক্তি করতে মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক নূর মিসওয়্যারির সাথে আলোচনা করার আহ্বাহ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট দুতার্তে।

“বাংসামরো অর্গানিক “ল”-এর মাধ্যমে মিন্দানাও অঞ্চলে মুসলিমদের স্বায়ত্তশাষণের ফলে সে অঞ্চলের মুসলিমদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তাদের এই স্বায়ত্তশাষণ একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে, মরো আন্দোলনের ৬১ বছর বয়স্ক এক যোদ্ধা নাসের সালমান তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন,

“এটি একটি স্বপ্ন। আমি মনেকারি, আমরা যদি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি, তাহলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব।

তথ্যসূত্র :

০১. আল মুসলিমুনা ফি ফিলিকিন; প্রবন্ধ, ড. জামিল মিসরী।

০২. ইনাদামা দাখালাল ইসলাম....., প্রবন্ধ, ড. নাসের আহমাদ সাবাহ।

০৩. মা.....য়াসিল মুসলিমিনা ফি ফিখিক্বিন, প্রবন্ধ, ড. রাগেব খারজানি।

০৪. উইকিপিডিয়া।

০৫. ইন্টারনেট।

০৬. আল জাজিরা (আরবী)।

০৭. বিবিসি (বাংলা)।

০৮. The History of the Muslim in The Philipines, Article, Hann bal Bara।

০৯. দৈনিক প্রথম আলো।

১০. দৈনিক নয়া দিগন্ত ও অন্যান্য।###

পাঠকের কলম—

প্রযুক্তি কর্নার

—সংকলনে : মো. মনিরুজ্জামান খান*

হ্যাকারদের হাতের মুঠোয় ৩০ লাখ স্মার্টফোন!

স্মার্টফ্রিজ বা বাসাবাড়ির অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ম্যালওয়্যার সংক্রমণের খবর বেরিয়েছে সম্প্রতি। অ্যাডুপস (Adups) নামে ফার্মওয়্যারটি অতি সাধারণ ইলেক্ট্রনিক্স থেকেও তথ্য চুরি করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এর চেয়ে ভয়াবহ খবর হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ৩০ লাখেরও বেশি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে মারাত্মক নিরাপত্তা ত্রুটি রয়েছে।

অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য এর চেয়ে দুঃসংবাদ আর হতে পারে না। তবে যেসব ফোনে Rootkit/Backdoor অ্যাপটি আগে থেকেই কোম্পানি ইনস্টল করে দিয়েছিল শুধু সেসব ফোনেই এই ঝুঁকি রয়েছে।

ইন্টারনেট নিরাপত্তা কোম্পানি বিটসাইট (BitSight) বলেছে, সস্তা ফোনগুলোতেই এই সমস্যা রয়েছে। প্রিইনস্টলড ফার্মওয়্যারটি নিরাপত্তা দুর্বলতা তৈরি করে। ফলে এটি হ্যাকিংয়ের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। সস্তার সব অ্যান্ড্রয়েড ফোনের এটি একটি সাধারণ সমস্যা।

এর ফলে হ্যাকাররা খুব সহজেই যেকোনো ফোনের রুট একসেস পায় এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিতে পারে।

এখন পর্যন্ত এই ধরনের নিরাপত্তা ত্রুটিযুক্ত ফোনগুলোর মধ্যে রয়েছে— BLU Studio G, BLU Studio G Plus, BLU Studio 6.0 HD, BLU Studio X, BLU Studio X Plus, BLU Studio C HD, Infinix Hot X507, Infinix Hot 2 X510, Infinix Zero X506, Infinix Zero 2 X509, DOOGEE Voyager 2 DG310, LEAGOO Lead 5, LEAGOO Lead 6, LEAGOO Lead 3i, LEAGOO Lead 2S, LEAGOO Alfa 6, IKU Colorful K45i, Beeline Pro 2, XOLO Cube 5.0।

ইতিমধ্যে কিছু ফোন কোম্পানি এই নিরাপত্তা সমস্যা দূর করতে গ্রাহকদের সফটওয়্যার আপডেট দিয়েছে।

বিটসাইট জানিয়েছে, উল্লেখিত মডেলগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ৫৫টি ডিভাইস থেকে তথ্য চুরি গেছে। আক্রান্ত

* এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এমবিএ (এইচআরএম), ডিপ্লোমা ইন-আইসিটি (সাংগঠনিক সম্পাদক, গাইবান্ধা জেলা শুব্বান। আহ্বায়ক ও ব্যবস্থাপক, সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস পাঠক ফোরাম, গাইবান্ধা জেলা শাখা।

ডিভাইসের মধ্যে ২৬ শতাংশ ব্লু, ১১ শতাংশ ইনফিনিক্স এবং ৮ শতাংশ গুগি কোম্পানি তৈরি করেছে।

ফেসবুকে আগ্রহ কমছে তরুণদের!

সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুকের প্রতি আগ্রহ কমছে তরুণদের! বিষয়টি নিয়ে বেশ চিন্তায় আছে ফেসবুক কর্তারা। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমাগতভাবে তরুণদের আকৃষ্ট করার বিষয়টি আগের মতো করতে পারছে না ফেসবুক। বিষয়টি এমন, স্কুল কিংবা কলেজের কোন শিক্ষার্থী যদি অনলাইনে যায় সেটি অন্য বন্ধুদের জন্যও অনলাইনে যাওয়ার আমন্ত্রণের মতো। আবার যদি এক বন্ধু অনলাইন ছেড়ে দেয় বা নির্দিষ্ট কোন ওয়েবসাইটে না যায় দেখা যাচ্ছে অন্য বন্ধুরাও সে ওয়েবসাইটে বা অনলাইনে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে।

তবে এমন তথ্য মনগড়াও নয়। গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চের মতে, তরুণরা প্রচণ্ডভাবে ফেসবুকের বদলে ভিডিও দেখার জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইউটিউবে ঝুঁকি পড়ছে। গবেষণায় দেখা গেছে তরুণদের প্রায় ৮৫ শতাংশই নিয়মিতভাবে ফেসবুক ছেড়ে ইউটিউব ব্যবহার করে। ফেসবুক ব্যবহারের জন্য ১৩ থেকে ১৭ বছরের কিশোর-তরুণদের মধ্যে ফেসবুক এখন আর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম নয়। শুধু তাই নয়, তালিকার প্রথম তিনটির মধ্যেও ফেসবুকের নামও নেই! তালিকার শীর্ষে থাকা ইউটিউবের পরেই রয়েছে ইন্সটাগ্রাম ও স্ল্যাপচ্যাটের স্থান।

এ ঘটনাটি দেখানো হয়েছিল ফেসবুক নিয়ে ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া দি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নামের চলচ্চিত্রেও। সেখানে মার্ক জাকারবার্গের চরিত্রের একটি সংলাপই ছিল এমন “স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে যায়, কারণ তাদের বন্ধুরা অনলাইনে। তাই একজন সরে পড়লে, অন্যরাও সরে পড়ে।”

যুক্তরাষ্ট্রে ফেসবুক ব্যবহার করছে এমন তালিকায় কিশোরদের অবস্থান চতুর্থ। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী ৫১ শতাংশ তরুণ-তরুণী এখনও ফেসবুক ব্যবহার করছে। ব্যবহারের হার কমা শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে। সে বছর থেকে ফেসবুক ২০ শতাংশ ব্যবহারকারী হারিয়েছে। তবে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে আশারবাণীও রয়েছে। গবেষণায় উঠে এসেছে অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের কাছে এখনও জনপ্রিয় ফেসবুক।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান জিবিএইচ ইনসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে তরুণদের মধ্যে ফেসবুক আকর্ষণ কমে

যুক্তরাষ্ট্রের টোলেডো ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় বলা হয়, বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস (যেমন- মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট) থেকে যে পরিমান নীল আলোর বিচ্ছুরণ হয় সেটি চোখের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এমন যন্ত্র চোখের খুব কাছে থাকলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন গবেষকেরা। ইতিমধ্যে প্রতি সাত জনের একজন এ ধরনের চোখের সমস্যায় পড়তে শুরু করেছেন বলেও উল্লেখ করা হয়।

গবেষক দলের প্রধান ও ইউনিভার্সিটি অব টোলেডো'র ডা. অজিত কর্ণার্থন বলেন, আমরা ডিভাইস থেকে বের হওয়া নীল আলো নিয়ে পরীক্ষা করেছি। আমাদের পরীক্ষায় বের হয়েছে এ আলো চোখের খুব কাছে থাকলে চোখের কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এ ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে খুব অন্ধকারে স্মার্টফোন, ল্যাপটপের মতো ডিভাইস ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়েছেন গবেষকেরা। তাদের মতে, দিনের আলোয় এ নীল আলো তেমন ক্ষতিকর না হলেও রাতে যখন আলো না থাকে এবং শুধুমাত্র এ ডিভাইসগুলোর আলো থাকে তখন সেটি চোখের জন্য ক্ষতিকর এবং ধারাবাহিকভাবে যদি কেউ রাতের বেলায় এ ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে থাকেন তিনি চোখের আলোও হারাতে পারেন।

গবেষক দল পুরো বিষয়টি একটি জার্নালে প্রকাশ করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়, ১৬-২৪ বছর বয়সীদের স্মার্টফোন থেকে শুরু করে নানা ধরনের ডিভাইস ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে। এ বয়সী ব্যবহারকারীরা প্রতি সপ্তাহে ৩৪.৩ ঘন্টা ইন্টারনেটে কাটায় বলেও উল্লেখ করা হয়। [তথ্যসূত্র : দ্য টেলিগ্রাফ]

আপনার কম্পিউটার স্লো হয়ে গেছে?

- ১। কিছু সময় পরপর Start থেকে Run-এ ক্লিক করে tree লিখে ok করুন। এতে যার্মের কার্যক্ষমতা বাড়ে।
- ২। Ctrl + Alt + Delete চেপে বা টাস্কবারে মাউস রেখে ডান বাটনে ক্লিক করে Task Manager খুলুন। তারপর Processes-এ ক্লিক করুন। অনেকগুলো প্রোগ্রাম-এর তালিকা দেখতে পাবেন। এর মধ্যে বর্তমানে যে প্রোগ্রামগুলো কাজে লাগছে না সেগুলো নির্বাচন করে End Process-এ ক্লিক করে বন্ধ করে দেন।
- ৩। কম্পিউটারের যার্ম কম থাকলে কম্পিউটার ধীর গতির হয়ে যায়। ভার্চুয়াল মেমোরি বাড়িয়ে কম্পিউটার গতি কিছুটা বাড়ানো যায়। ভার্চুয়াল মেমোরি বাড়ানোর জন্য

প্রথমে My computer-এ মাউস রেখে ডান বাটনে ক্লিক করে properties-এ যান। এখন Advance-এ ক্লিক করে performance-এর settings-এ ক্লিক করুন। আবার Advance-এ ক্লিক করুন। এখন change-এ ক্লিক করে নতুন উইন্ডো এলে সেটির Initial size ও Maximum size-এ আপনার ইচ্ছামত size লিখে set-এ ক্লিক করে ok দিয়ে বেরিয়ে আসুন। তবে Initial size-এ আপনার কম্পিউটারের যার্মের size-এর দ্বিগুন এবং Maximum size-এ যার্মের size-এর চারগুন দিলে ভাল হয়।

৪। কন্ট্রোল প্যানেলে যান। Add or Remove-এ দুই ক্লিক করুন। Add/Remove windows components-এ ক্লিক করুন। নতুন যে উইন্ডো আসবে সেটির বাম পাশ থেকে অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলোর পাশের টিক চিহ্ন তুলে দিন। তারপর Accessories and Utilities নির্বাচন করে Details-এ ক্লিক করুন। নতুন যে উইন্ডো আসবে সেটি থেকে যে প্রোগ্রামগুলো আপনার কাজে লাগে না সেগুলোর টিক চিহ্ন তুলে দিয়ে OK করুন। এখন next-এ ক্লিক করুন। Successful message আসলে Finish-এ ক্লিক করুন।

ফ্রি অ্যাপস বিপজ্জনক- জন ম্যাকাফি

জনপ্রিয় অ্যান্টি-ভাইরাস ম্যাকাফির প্রতিষ্ঠাতা জন ম্যাকাফি বৈশ্বিকভাবে নানা কারণেই আলোচিত। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, ফ্রি বলতে কিছু নেই। বিনিময়ে আপনাকেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কিছু না কিছু দিতে হয়।

ফ্রি অ্যাপস ব্যবহারে আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অন্যের হাতে তুলে দেয়ার মতো বিপজ্জনক কাজটি হচ্ছে। গুগল ম্যাপস, উবার, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ ও স্ল্যাপচ্যাটসহ আমরা যেসব বিনামূল্যের অ্যাপস ব্যবহার করি, সেগুলো আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে।

আপনি চাইলে আপনার ফোন পুনরায় কনফিগার করতে পারবেন না। ব্যাটারি খুলতে পারবেন না। এমনকি গোপনে কেউ আপনার কথা শুনছে কিনা, সেটিও জানতে পারবেন না। আর তাই কথা বলার জন্য তিনি সাধারণ ফিচার ফোন ব্যবহার করেন। তার মতে, কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মার্কিন সরকার নাগরিকদের ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নজরদারি করছে। যখন একজন মার্কিন নাগরিক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একান্তে সময় কাটান, তখনো সেলফোনের কারণে তাদের নজরদারির মধ্যেই থাকতে হয়। ###

রোগ নেই তবুও রোগের ভীতি

পাশের বাড়ির অদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, শুনে অমনি বুকের বাঁ পাশে ব্যথা শুরু হলো। ছুটে গেলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। ইসিজি, ইকো, ইটিটি কত কিছু করতে ব্যস্ত। শারীরিক ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসক জানানেন, আপনার কোনো হৃদরোগ নেই। বিশ্বাস হলো না। একের পর এক চিকিৎসক পাঁলেট যাচ্ছেন, একই পরীক্ষা একাধিকবার করালেন। কোনো বারই রোগ ধরা পড়ছে না। কিন্তু ধারণা থেকে সরে আসছেন না আপনি।

আবার ধরা যাক, পত্রিকায় পড়েছেন ইদানিং স্তন ক্যানসারের প্রকোপ বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে হলো সত্যি স্তনে বোধ হয় একটা চাকা আছে। চিকিৎসক দেখালেন, ম্যামোগ্রাফি করালেন। কিছু নেই। কিন্তু চাকাটা যে রয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে! আতঙ্ক যাচ্ছে না কিছুতেই।

আসলে এটা একধরনের মানসিক রোগ, যার নাম হাইপোকন্ড্রিয়াসিস। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক ছোট বা উপেক্ষণীয় যেকোনো সমস্যাকেই বড় করে দেখেন এবং নিজেদের গুরুতর কোনো রোগে আক্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন। পত্রিকার স্বাস্থ্য পাতায় প্রকাশিত কোনো রোগের বিবরণের সঙ্গে নিজের কল্পিত উপসর্গ মিলিয়ে নিজেকে রোগী বানিয়ে ফেলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোনো রোগ ধরা পড়ে না, কিন্তু 'রোগ নেই' এ কথা তারা মানতে চান না বলে বারবার চিকিৎসক দেখান। একে কোনো মানসিক সমস্যা বলেও তাঁরা মনে করেন না, কারণ রোগটিকে সম্পূর্ণ শারীরিক বলেই ধারণা করেন তাঁরা। অথচ এ ধরনের রোগীর মানসিক চিকিৎসা, বিশেষত সাইকোথেরাপি প্রয়োজন। তবে অনেক সময় ওষুধ সেবনেরও প্রয়োজন হতে পারে। রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ভালো, কিন্তু তা যেন মানসিক সমস্যার পর্যায়ে চলে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। [সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো]

ঘাড় ও পিঠের ব্যথায় ওষুধ নয়,

থেরাপি নিন

ঘাড়, কাঁধ কিংবা পিঠের ব্যথায় আগেভাগে 'ফিজিকাল থেরাপি' নেওয়া শুরু করলে ওষুধ খাওয়ার পরিমাণ কমতে পারে। আর এরকম ফলাফলই পাওয়া গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায়।

ব্যথা কমানোর ওষুধে আফিম বা আফিমজাতীয় উপাদান থাকে। এই অনুভূতিনাশক উপাদান যন্ত্রণার পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। বেশি পরিমাণে এই ওষুধ গ্রহণ করলে আসক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তাই এই গবেষণার ফলাফল থেকে জানানো হয়, ঘাড়, পিঠ কিংবা কাঁধে ব্যথার চিকিৎসায় ওষুধ নয়, 'ফিজিকাল থেরাপি'র সাহায্য নেওয়া উচিত। গবেষকদের মতে, থেরাপি চিকিৎসার মাধ্যমে 'মাস্কুলোস্কেলেটাল' বা পেশি-হাড় সম্বন্ধীয় ব্যথা সামলানো সম্ভব এবং এই পদ্ধতি ওষুধের ওপর নির্ভর করে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব রোগী ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে 'ফিজিকাল থেরাপি' নিয়েছেন, আক্রান্ত হওয়ার তিন মাস থেকে এক বছর সময়সীমায় তাদের ব্যথার ওষুধের সেবনের পরিমাণ কমেছে হাঁটুর ব্যথার ক্ষেত্রে ১০.৩ শতাংশ, কাঁধের ব্যথার ক্ষেত্রে ৯.৭ শতাংশ এবং পিঠ ব্যথার ক্ষেত্রে ৫.১ শতাংশ।

স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক এরিক সান বলেন, "ফিজিকাল থেরাপি কোনো জাদুকরি বিষয় নয় তবে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকর একটি উপায়। আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, রোগীকে সঠিক সময়ে ফিজিকাল থেরাপি দেওয়া গেলে তাদের দীর্ঘদিন ব্যথার ওষুধের উপর নির্ভরশীল থাকার সম্ভাবনা কমে।" এই গবেষণায় জন্য ৮৮ হাজার ৯৮৫ জন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন গবেষকরা।

'জামা নেটওয়ার্ক ওপেন' নামক জার্নালে প্রকাশিত হওয়া গবেষণায় আরও জানানো হয়, একজন ব্যক্তি ঘাড়, পিঠ কিংবা কাঁধের ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে ফিজিকাল থেরাপি নেওয়া শুরু করলে তিন থেকে এক বছরের মধ্যে তার ব্যথার ওষুধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে যায়।

যেসব চিকিৎসক ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধের বিকল্প খুঁজছেন তাদের জন্য এই গবেষণা উপকারী দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে বলে আশা করে গবেষকরা।

দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করার কুফল

অলস জীবনযাত্রা নানান শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে। আর শারীরিক কর্মকাণ্ডহীন জীবন গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হতে পারে কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা।

[পরবর্তী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

الفتاوى والمسائل

জিজ্ঞাসা ও জবাব

-ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন ০১ : আমরা একটি হাদীস শুনে থাকি- “যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে ব্যক্তি তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।” হাদীসটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে চাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পক্ষে- রাশেদুল গনী
মেহেরপুর।

জবাব : আপনি যে হাদীসটি শুনেছেন তা সঠিক ও যথার্থ। হাদীসটি নিম্নরূপ :

মহানাবী (সাল্লাল্লাহু-ইয়ালাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,
بِعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذَّلُّ
وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ
مِنْهُمْ.

“আমি ক্বিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তরবারি সমেত প্রেরিত হয়েছি, যাতে অংশীবিহীন এক আল্লাহর ‘ইবাদত করা হয়। আর আমার রিয়ক বর্ষার ছায়াতলে করে দেয়া হয়েছে। অপর দিকে আমার এই কর্মদর্শের অন্যথা যে করবে তার জন্য লাঞ্ছনা ও হীনতা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুকরণ করে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।”^{১১৫}

হাদীসে বর্ণিত বিধর্মীদের সাদৃশ্য ও অনুকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতাওয়া আল্-লাজনাহ আদ্ দায়িমাতে বলা হয়েছে- এর অর্থ হলো : ‘ইসলামী শরী‘আয় নিষিদ্ধ সকল কাজে কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করাকে বুঝায়। সে সাদৃশ্য বিশ্বাসগত ও ‘আমলের বিষয়ে যাই হোক না কেন। যেমন- গাইরুল্লাহর পূজা করা, গৃহে মূর্তি-ভাস্কর্য রাখা, দাড়ি কতন করা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, বিভিন্ন পর্ব ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা, পুরুষের রেশমী পোশাক পরা,

^{১১৫} মুসনাদ আহমাদ- ২/৫০, বাইহাক্বী- ১১৯৯।

টাইট প্যান্ট পরা, শরীরে ট্যাটো আঁকা, নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক পরা ইত্যাদি।^{১১৬}

প্রশ্ন ০২ : মার্কেটগুলোতে দেখা যায় পণ্য সামগ্রী সাজিয়ে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ড্যামি মূর্তির ব্যবহার করা হয়। এটি কতটুকু বৈধ?

মোস্তাকিম আহমেদ সাওন
কাহেৎটুলী, ঢাকা।

জবাব : কোন ধরনের ড্যামি মূর্তি রেখে সেগুলোতে পণ্য সামগ্রী সাজিয়ে যে বেচা কেনা করা হয় তা সম্পূর্ণ হারাম প্রক্রিয়া। কোন ঈমানদার ব্যবসায়ী এ ধরনের হারাম প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে না। বরং মু‘মিন ও মুসলিমদের উচিত এ ধরনের মূর্তিকে বিনাশ সাধন করা। মহানাবী (সাল্লাল্লাহু-ইয়ালাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

لَا تَدْعَ تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرَفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.
“কোন মূর্তি নিশিচিহ্ন না করে অবশিষ্ট রাখবে না এবং কোন উঁচু কবরকে সমান না করে ছাড়বে না।”^{১১৭}

ঘরে, বাইরে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ যে কোন জায়গায় মূর্তি-ভাস্কর্য রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বস্তুত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ড্যামি মূর্তিগুলো ব্যবসায় লাভ বৃদ্ধির স্বলে ক্ষতি এবং বরকত শূণ্যতা নিয়ে আসতে বাধ্য। মহান আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা সেই ঘরে আসে না যেখানে মূর্তি থাকে। মহানাবী (সাল্লাল্লাহু-ইয়ালাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَبٌّ وَلَا تَمَائِيلُ.

“যে ঘরে কুকুর ও মূর্তি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।”^{১১৮}

প্রশ্ন ০৩ : কোন খুশী ও উৎসাহমূলক ক্ষেত্রে আমরা হাত তালি দিতে পারি কি-না?

নাজমুল হাসান
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : হাত তালি দিয়ে কোন খুশী বা উৎসাহ প্রকাশ করার কোন নিয়ম ইসলামে নেই। এটা কাফিরদের সাদৃশ্যমূলক কাজ। মক্কার কাফিরদের বৈশিষ্টের বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

^{১১৬} ফাতওয়া ওলামায়ি বালাদিল হারাম- পৃ: ২৯৪।

^{১১৭} সহীহ মুসলিম- হা: ৯৬৯।

^{১১৮} সহীহ মুসলিম- হা: ২০০৬।

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾

“কাবা ঘরের কাছে শুধু শিস বাজানো ও হাততালি দেয়াই তাদের সালাত।”^{১১৯}

বরং মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হবে আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশের বেলায় সুবহানালাহ ও আল্লাহু আকবার বলা। অন্যদিকে নারীগণ ইমামের ভুলজনিত ক্ষেত্রে হাত তালি দিয়ে সতর্ক করবে।^{১২০}

সর্বোপরি খুশি ও উৎসাহ প্রকাশে হাততালি বাজানো মহানাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীগণের আমলে আদৌ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ০৪ : আমাদের মাঝে দেখা যায় দুনিয়াবী স্বার্থে রক্ত সম্পর্ক এবং আত্মীয় সম্পর্ককে আমরা সামান্য কারণে নষ্ট করতে দ্বিধা করি না। এ বিষয়ে ইসলামি নির্দেশনা জানতে চাই।

শামসুল আরেফীন
ঈশ্বদী, পাবনা।

জবাব : রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষা করা ওয়াজিব কাজ। এটা নিছক মামুলি বিষয় নয়, বরং ঈমান সংশ্লিষ্ট অত্যাবশ্যিকীয় বিষয়। আত্মীয়তা সম্পর্ক বিনষ্টকারীরা আল্লাহ তা'আলার লা'নাতের পাত্র। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْتُلُوا أَوْلِيَاءَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَعْتَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾

“তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকে লা'নাত করেন এবং বধির ও অন্ধ করে দেন।”^{১২১}

বস্তুতঃ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত অপার কল্যাণ রয়েছে। এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

^{১১৯} সূরা আল আনফাল : আয়াত- ৩৫।

^{১২০} সহীহুল বুখারী- হা: ১২০৩।

^{১২১} সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ২২ ও ২৩।

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ.

“যে ব্যক্তি জীবন ও কর্মফলে সুপ্রশস্ততা এবং রিয়কের সুবিস্তৃতি পছন্দ করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।”^{১২২}

বৈষয়িক স্বার্থ দ্বন্দ্বকে পেছনে রেখে হলেও আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,
“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তা সম্পর্কের জিম্মাদারী নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তা রক্ষা করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন।”^{১২৩}

প্রশ্ন ০৫ : পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে আমার স্ত্রীকে তার পিতামাতা ডিভোর্স দিতে চাপ প্রয়োগ করছে। অথচ আমরা স্বামী-স্ত্রী সংসার চালিয়ে যেতে চাই। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী পিতামাতার কথা না গুনলে কোন গুনাহ হবে কি-না?

হুমাইরা
রামপুরা, ঢাকা।

জবাব : পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে আপনাদের বিবাহ বিচ্ছেদমূলক ডিভোর্সের চাপ পিতা-মাতার পক্ষ থেকে আপনার স্ত্রীর উপর থাকলেও আপনার স্ত্রী আপনার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা করে চলায় কোন গুনাহগার হবে না। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো বৈবাহিক জীবনকে অব্যাহত রাখা। নিছক পারিবারিক দ্বন্দ্ব এই সম্পর্ককে বিনষ্ট করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। আর অসঙ্গত ও অন্যায় কাজে আনুগত্য করা সঠিক নয়। মহানাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

“নিশ্চয় আনুগত্য কেবল ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে করতে হবে।”^{১২৪}

প্রশ্ন ০৬ : আমার স্ত্রী তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিতে রীতিমত আমার উপর অনেক সময় চাপ প্রয়োগ করে। সে অবস্থায় আমি ঋণ করে হলেও তার চাহিদা পূরণ করি। স্বামী হিসেবে আমার উপর কি এমনটাই

^{১২২} সহীহুল বুখারী- হা: ২০৬৭।

^{১২৩} সহীহুল বুখারী- হা: ৪৮৩০।

^{১২৪} সহীহুল বুখারী- হা: ৪৩৪০, সহীহ মুসলিম- হা: ১৮৪০।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফেব্রুয়ারী- ২০১৯ সালের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৪	০৭ : ০২
০২	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২২	০৫ : ৪৫	০৭ : ০৩
০৩	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৩
০৪	০৫ : ২১	০৬ : ৩৮	১২ : ১২	০৩ : ২৩	০৫ : ৪৬	০৭ : ০৪
০৫	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭	১২ : ১২	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৭	০৭ : ০৫
০৬	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭	১২ : ১৩	০৩ : ২৪	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৫
০৭	০৫ : ২০	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৬
০৮	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৬	১২ : ১৩	০৩ : ২৫	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৬
০৯	০৫ : ১৯	০৬ : ৩৫	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
১০	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৬	০৫ : ৫০	০৭ : ০৭
১১	০৫ : ১৮	০৬ : ৩৪	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫১	০৭ : ০৮
১২	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫২	০৭ : ০৮
১৩	০৫ : ১৭	০৬ : ৩৩	১২ : ১৩	০৩ : ২৭	০৫ : ৫২	০৭ : ০৯
১৪	০৫ : ১৬	০৬ : ৩২	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৯
১৫	০৫ : ১৫	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৩	০৭ : ১০
১৬	০৫ : ১৫	০৬ : ৩১	১২ : ১৩	০৩ : ২৮	০৫ : ৫৪	০৭ : ১০
১৭	০৫ : ১৪	০৬ : ৩০	১২ : ১৩	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৫	০৭ : ১১
১৮	০৫ : ১৪	০৬ : ২৯	১২ : ১২	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৫	০৭ : ১১
১৯	০৫ : ১৩	০৬ : ২৮	১২ : ১২	০৩ : ২৯	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২০	০৫ : ১২	০৬ : ২৮	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২১	০৫ : ১২	০৬ : ২৮	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৬	০৭ : ১২
২২	০৫ : ১১	০৬ : ২৬	১২ : ১২	০৩ : ৩০	০৫ : ৫৭	০৭ : ১৩
২৩	০৫ : ১০	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৪	০৫ : ০৯	০৬ : ২৫	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৪
২৫	০৫ : ০৯	০৬ : ২৪	১২ : ১২	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৬	০৫ : ০৮	০৬ : ২৩	১২ : ১১	০৩ : ৩১	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
২৭	০৫ : ০৭	০৬ : ২২	১২ : ১১	০৩ : ৩১	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
২৮	০৫ : ০৬	০৬ : ২১	১২ : ১১	০৩ : ৩১	০৬ : ০০	০৭ : ১৬